বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন **১ম** পত্র

সপ্তম অধ্যায় ঃ সরকার কাঠামো

নমুনা প্রশ্ন-০১

'ক' নামক দেশে একই ব্যক্তি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান। এখানে মন্ত্রীপরিষদ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী নন। অন্যদিকে 'খ' নামক দেশে মন্ত্রী পরিষদ তাদের সকল নীতি ও কার্যের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান মন্ত্রী পরিষদের শীর্ষে থাকেন।

ক) সরকার কী? ১

খ) প্রজতন্ত্র কি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) 'ক' দেশে কোন ধরনের সরকার বিদ্যমান? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) 'ক' দেশের সরকার ব্যবস্থার চেয়ে 'খ' দেশের সরকার ব্যবস্থা উত্তম-বিশ্লেষণ। ৪

নমুনা উত্তর-০১

ক) উত্তরঃ রাষ্ট্রের মুখপাত্র।

খ) উত্তরঃ যে শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তাকে প্রজতন্ত্র বলে।
প্রজতন্ত্র মূলত গণতন্ত্রেরই একটি রূপমাত্র। তবে সব প্রজতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পদ্ধতি একইরূপ নয়। কোন কোন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। আবার কোন কোন রাষ্ট্রে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়। যেমন অতীতে বাংলাদেশে যখন রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা ছিল তখন রাষ্ট্রপ্রধান জনগনের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হত কিন্তু আমেরিকার ক্ষেত্রে জনগনের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত।

গ) উত্তরঃ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' দেশের রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।
যে সকল রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনা ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত, তিনি সাধারণত আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন না তখন তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে।
অধ্যাপক গর্ণারের মতে, যে শাসন ব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগ তাদের কার্যকলাপের জন্য আইনসভার নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন ও মুক্ত থাকে, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে।
(এই স্তরে রাষ্ট্রপতির সরকারের বৈশিষ্ট্য লিখবে। সংক্ষেপে বই থেকে)

ঘ) উত্তরঃ আমি মনে করি 'ক' অপেক্ষা 'খ' উত্তম সরকার ব্যবস্থা।
'খ' হলো সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা।
এখানে সংসদীয় সরকার কাকে বলে তা লিখতে হবে। (পাঠ্য বই হতে লিখবে)
এই স্তরে সংসদীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে লিখবে। (বই থেকে)
এরপরে অর্থাৎ সর্বশেষে সংসদীয় ব্যবস্থার গুণাবলী লিখবে।

নমুনা প্রশ্ন-০২

করিমের রাষ্ট্রটি এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেটি একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে শাসন কার্যের সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। অপরদিকে রহিমের রাষ্ট্রটির একটি কেন্দ্রীয় সরকার থাকলেও প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্য বা অঞ্চল নিজস্ব কিছু ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকে যা সংবিধান কর্তৃক বন্টন করা হয়।

ক) ফোয়েডাস শব্দের অর্থ কী? ১

খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গঠন পদ্ধতি কি রূপ? ২

গ) করিমের রাষ্ট্র কী প্রকৃতির? বাংলাদেশের সাথে এই ধরনের রাষ্ট্রের প্রকৃতিগত মিলগুলো -ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) 'রহিমের রাষ্ট্রটি জটিল প্রকৃতির'-উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

নমুনা উত্তর-০২

ক) উত্তরঃ 'ফোয়েডাস' শব্দের অর্থ 'সন্ধি' বা মিলন।

খ) উত্তরঃ যুক্তরাষ্ট্র দু'ভাবে গঠিত হয়। ১) কেন্দ্রীয়করণ নীতি, ২) বিকেন্দ্রীয়করণ পদ্ধতি।

কেন্দ্রীয়করণ নীতিঃ ভৌগলিক দিক থেকে পাশাপাশি অবস্থানরত কতগুলো স্বাধীন রাষ্ট্র নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষা ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভের আশায় একত্রিত হয়ে যখন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে, এই নীতিকে কেন্দ্রীয়করণ নীতি বলে। যেমন- যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া।

বিকেন্দ্রীয়করণ পদ্ধতিঃ- কোন বৃহৎ এককেন্দ্রীক রাষ্ট্র সংবিধানের মাধ্যমে জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রের হাতে ও আঞ্চলিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রদেশের হাতে অর্পন করে যখন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে তাকে বিকেন্দ্রীয়করণ পদ্ধতি বলে। যেমন- ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন।

গ) উত্তরঃ উদ্দীপকের করিমের রাষ্ট্রটি এককেন্দ্রীক রাষ্ট্র।

(এখানে এককেন্দ্রীক রাষ্ট্রের সংজ্ঞা লিখবে। বই থেকে)

এই স্তরে লিখবেঃ-

বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রীক রাষ্ট্র এই কথাটি লিখে এককেন্দ্রীক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য লিখবে (বই থেকে)।

ঘ) উত্তরঃ রহিমের রাষ্ট্রটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (এখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংজ্ঞা লিখবে বই থেকে)

(এই স্তরে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সফলতার প্রধান সর্তগুলো লিখবে বই থেকে।)

সর্বশেষে নিচের অংশটুকু লিখবে

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সফলতার শর্ত থেকে এটি উপলব্ধি করা যায় যে, এই ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা জটিল প্রকৃতির।

কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতা ও সমমনোভাবের মাধ্যমে এই ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে।

নমুনা প্রশ্ন-০৩

জনাব হাসান সাহেব সরকারের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তার মন্ত্রণালয়ের পরিচালনায় সরকারের কর্মকর্তাদের সহায়তা নিয়ে থাকেন। তার বন্ধু হোসেন সাহেব একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় সংসদে ভূমিকা রাখেন। তিনি জনাব হাসানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত।

ক) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্ত কে? ১

খ)"ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব ও নয়, সংগত ও নয়"-ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকের হাসান সাহেব যে বিভাগের সদস্য সে বিভাগের কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকের হোসেন সাহেব কর্তৃক জনাব সাহেব কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হন? ব্যাখ্যা কর। ৪

নমুনা উত্তর-০৩

ক) উত্তরঃ মন্টেস্কু।

খ) উত্তরঃ সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা পৃথক করে চর্চা করার ক্ষমতাই হচ্ছে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ।

যে ব্যবস্থায় সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত থাকবে।

বস্তুত, সরকারের তিনটি বিভাগকে পৃথক করে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ সরকারের বিভাগগুলো জীবদেহের ন্যায় একে অপরের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তিনটি বিভাগ পৃথক করলো পরস্পরের সহযোগিতা ও সমঝোতা নষ্ট হবে। প্রত্যেক বিভাগ নিজস্ব খেয়াল খুশি মতো কাজ করবে। এর ফলে শাসন ব্যবস্থায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে।

অতএব, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব ও নয়, বাঞ্চনীয় ও নয়।

গ) উত্তরঃ উদ্দীপকের হাসান সাহেব শঅসন বিভাগের সদস্য।

(এরপরে শাসন বিভাগ কি? তা লিখবে হবে। বই থেকে লিখবে।)

(এই স্তরে লিখবে শাসন বিভাগের কার্যাবলী। বই থেকে লিখবে)

ঘ) উত্তরঃ উদ্দীপকের জনাব হোসেন আইন বিভাগের সদস্য।

(এই পর্যায়ে আইন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো ৩/৪ লাইনের মধ্যে লিখবে।)

(এই পর্যায়ে আইন বিভাগের কার্যাবলী হতে দুটি পয়েন্ট লিখবে।)
একটি হলো- শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ, দ্বিতীয়টি হলো- বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা।
সর্বশেষে নিচের অংশটুকু লিখবে
এছাড়া আইন বিভাগ হচ্ছে জাতীয় অর্থের অভিভাবক। ফলে আইন সভার সদস্যদের সমর্থন ছাড়া অর্থ সংক্রান্ত কোন বিল পাশ হতে পারে না। এইক্ষেত্রেও আইনসভার নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা রয়েছে। আইন ও শাসন বিভাগ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বলেই আইন বিভাগ শঅসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এতে করে শাসন বিবাগ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠতে পানে না। আইনের শাসন তথ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে শাসন বিভাগের ওপর আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য
বিষয় ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ স্থানীয় শাসন

নমুনা প্রশ্ন-০৪

মারিয়া তার এলাকার একটি সংস্থা সম্পর্কে পড়ছিল। সংস্থাটি জনগণের সুবিধার্থে রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত ও সংরক্ষণ করে থাকেন। এছাড়াও পল্লী এলাকার আদালত হিসেবে এই সংস্থাটি ছোটখাটো বিবাদ কলহের মিমাংসা ও করে থাকে।

ক) সরকারের নীতি সমূহ বাস্তবায়িত হয় কিসের মাধ্যমে? ১
খ) উপজেলা পরিষদের গঠন প্রণালী ব্যাখ্যা কর। ২
গ) মারিয়ার পঠিত স্থানীয় সংস্থাটির নাম কি? এটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। ৩
ঘ) উদ্দীপকের সংস্থাটি উল্লেখিত কাজ ছাড়া আর কোন কোন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে? পাঠ্য বইয়ের আলোকে উপস্থাপন কর। ৪

নমুনা উত্তর-০৪

ক) উত্তরঃ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে।

খ) উত্তরঃ তৎকালীন থানা প্রশাসনকে এরশাদ সরকার ১৯৮৩ সালে এক অধ্যাদেশ বলে থানা পরিষদকে উপজেলা পরিষদ নামকরণ করে। যদিও বা ১৯৮২ সালে এটি একবার বাতিল করা হয় কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৯৮ সনে এটি আবার প্রতিষ্ঠিত হয়।
গঠন ঃ- জনগণের ভোটে নির্বাচিত ১ চেয়ারম্যান ২ জন ভাইস চেয়ারম্যান ১ জন পুরুষ আরেকজন নারী, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট উপজেলার অন্তভুক্ত পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত অন্যান্য সদস্য, নির্বাচিত ও মনোনিত নারী সদস্যগণ সকলকে নিয়ে গঠিত।

গ) উত্তরঃ উদ্দীপকে মারিয়ার পঠিত সংস্থাটি হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ।
(এই স্তরে ইউনিয়ন পরিষদ কি ধরনের প্রতিষ্ঠান এটি লিখতে হবে।) (বই থেকে লিখবে ২/৩ লাইনের মধ্যে।)
(এই পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লিখবে বই থেকে।)

ঘ) উত্তরঃ উদ্দীপকে ইউনিয়ন পরিষদ নামক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কথা বলা হয়েছে। যদি পল্লী এলাকার জনগনের সার্বিক সমস্যাগুলো সমাধানে সদা তৎপর থাকে।
উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজগুলো ছাড়াও উক্ত সংস্থাটি নিম্নোক্ত কাজগুলো করে থাকে।
(এই পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী লিখবে।)

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

দশম অধ্যায় ঃ স্থানীয় শাসন

নমুনা প্রশ্ন-০৫

বাংলাদেশের কক্সবাজার অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ মৎস্য ও লবণ চাষের সাথে সম্পৃক্ত। তবে সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি ও অতি লবনাক্ততার কারণে তাদের চাষাবাদ বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ফলে ঐ অঞ্চলেরর মানুষের পূর্বতন পেশা হুমকির মুখে পড়েছে।

ক) BSTI এর পূর্ণরূপ কি? ১

খ) বৈশ্বিক উষ্ণনায়ন কি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) কোন কারণে উদ্দীপকে বর্ণিত অঞ্চলের মানুষের পেশা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত সমস্যা সমাধানে তোমার সুপারিশ সমূহ উপস্থাপন কর। ৪

নমুনা উত্তর-০৫

ক) উত্তরঃ Bangladesh Standard and Testing Institution.

খ) উত্তরঃ বায়ুমন্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি এবং সূর্যরশ্মি থেকে নির্গত শক্তির পরিবর্তনের কারণে বিশ্বব্যাপী যে উষ্ণতা বেড়েছে তাকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বলে। নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন, কলকারখানার ধোঁয়া, কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন ইত্যাদি কারণে পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলা হয়।

গ) উত্তরঃ জলবায়ুর পরিবর্তনের কারনে উদ্দীপকে উল্লেখিত মানুষের পেশা হুমকির মুখে পড়েছে।

বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ সমস্যা। এই পরিবর্তন মানব জাতির অস্থিত্বের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

(এই স্তরে জলবায়ু পরিবর্তন কি ও এই পরিবর্তনের প্রধান প্রধান কারণ গুলো সংক্ষেপে লিখবে বই থেকে।)

ঘ) উত্তরঃ উদ্দীপকে উল্লেখিত সমস্যা একটি বৈশ্বিক সমস্যা। যা মানব জাতিকে প্রতিনিয়ত হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানের সুপারিশ সমূহ নিচে তুলে ধরা হলো।

(এটি বই থেকে লিখবে।)